ছটঘাট এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে বিএসএফ। – সংবাদচিত্র

বিএসএফের নজরদারিতে অস্থায়ী ছটঘাট সংস্কারের কাজ শুরু

গৌতম সরকার ● চ্যাংরাবান্ধা

৮ নভেম্বর ঃ বাংলাদেশের দুর্বৃত্তদের হামলার ঘটনার কথা মাথায় রেখে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের ছটপুজোর ঘাটে এবারও থাকছে বাড়তি পুলিশ এবং বিএসএফের কড়া নজরদারি। ছটপুজোর আর বেশিদিন বাকি নেই। তাই বিএসএফের প্রহরার মধ্য দিয়েই সীমান্তের ধরলা নদীতে ছটপুজোর ঘাট সংস্কারের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে বিএসএফ। এলাকা ঘুরে দেখে এসেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। এমনিতেই জায়গাটি বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা। তার উপর এখানে কাটাতারের বেড়া নেই। তাই এবারও যাতে প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তার দিকটি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় সেই দাবিতে এদিনও সোচ্চার হন স্থানীয়রা। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সন্তোষ ঠাকুর বলেন, 'কয়েক বছর আগে এই ছটপুজোর ঘাটে বাংলাদেশের দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছিল। এর জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। তাই এবিষয়ে বাসিন্দাদের তরফে এবারও বাড়তি নজরদারির দাবি জানানো হয়েছে।' এ বিষয়ে প্রশাসনের তরফে আশ্বাস মিলেছে বলেও জানান তিনি। বিএসএফের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে যে সর্বদাই সীমান্ত এলাকায় কঠোর সতর্কতা জারি থাকে।

মেখলিগঞ্জের বিডিও সঞ্জীব ঘোষ এ প্রসঙ্গে সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।' ব্লক প্রশাসনের তরফে সব ধরনের ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে বলে বিডিও জানান। তবে এবারও অসমাপ্ত ঘাটেই ছটপুজো করতে হবে পুণ্যার্থীদের। কারণ বিজিবির আপত্তিতে

কয়েক বছর আগে ছটপুজোর দিন ওপার থেকে একদল বাংলাদেশি এপারের পুণ্যার্থীদের লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ার পাশাপাশি পুজো বেদিতে হামলা চালায়।

ওই ঘটনার জেরে প্রতি বছরই ধরলা নদীর এই ছটঘাটে পুজো দিতে গিয়ে অনেকেই আতঙ্কের মধ্যে থাকেন।

তাই ঘাটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারী, মেখলিগঞ্জের মহকুমাশাসক দিব্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিডিও সঞ্জীব ঘোষ প্রমুখ পরিদর্শন করেন।

বৃহস্পতিবার বলেন, 'চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের ধরলা নদীতে ছটপুজো ঘাট সংস্কার সহ পরিষ্কার করার কাজ শুরু করা হয়েছে। নিরাপত্তার বিষয়ে বিএসফের থমকে থাকা স্থায়ী ছটঘাট তৈরির কাজ এখনও শেষ হয়নি। ছটঘাটে পড়ে রয়েছে বোল্ডার, লোহার নেট ইত্যাদি। এই অবস্থায় এবারও যাতে ছটপুজো করতে পুণ্যার্থীদের কোনোরকম অসুবিধা না হয়, সেজন্য প্রসাশনের তরফে অস্থায়ীভাবে ঘাট তৈরির কাজ হচ্ছে। নদীতে ওঠানামার জন্য সিঁড়ি তৈরি হবে। পুরো এলাকাটি পরিষ্কার করে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কয়েক বছর আগে ছটপুজোর দিন ওপার থেকে একদল বাংলাদেশি এপারের পুণ্যার্থীদের লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ার পাশাপাশি পুজো বেদিতে হামলা চালায়। আতঙ্কে ঘাট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন অনেক পুণ্যার্থী। ওই ঘটনার জেরে প্রতি বছরই ধরলা নদীর এই ছটঘাটে পুজো দিতে গিয়ে অনেকেই আতঙ্কের মধ্যে থাকেন। যে কথা অজানা নয় প্রশাসনেরও। তাই ঘাটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারী, মেখলিগঞ্জের মহকুমাশাসক দিব্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিডিও সঞ্জীব ঘোষ প্রমুখ পরিদর্শন করেন। তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাও বলেন। এ প্রসঙ্গে পরেশবাবু বলেন, 'এবারও যাতে এই ঘাটে সুন্দরভাবে ছটপুজো সম্পন্ন করা যায় সেইদিকে আমাদের নজর রয়েছে।' নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে বলে তিনি জানান।

টুকরো খবর

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নয়ারহাট, ৮ নভেম্বর ঃ বুধবার সন্ধ্যায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রের। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কালাগাঁও এলাকায়। মৃত ছাত্রের নাম পল্লব বর্মন। বৃহস্পতিবার দেহটি ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীপাবলি উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় বাড়িতে বাল্ব লাগাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় পল্লব। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আলোচনা সভা

নয়ারহাট, ৮ নভেম্বর ঃ ১১ নভেম্বর কোচবিহারে তৃণমূল কংগ্রেস শিক্ষা সেলের এসএসকে ও এমএসকে ইউনিটের সম্মেলন হবে। সেই সম্মেলনকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় সংগঠনের মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক কমিটির তরফে। ভবেরহাট মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের কক্ষে আয়োজিত এই সভায় ব্লকের নানা প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি অতুল বর্মা, তৃণমূলের জেলা সহসভাপতি নিরঞ্জন দত্ত, ব্লক সভাপতি মজিরুল হোসেন, আয়োজক সংগঠনের সংশ্লিষ্ট ব্লক সভাপতি রণজিৎ অধিকারী প্রমুখ। সম্মেলনে বেশি করে প্রতিনিধি হাজির করানোর ব্যাপারে এদিন আলোচনা হয় বলে রণজিৎবাবু জানিয়েছেন।

ক্লাবের উদ্যোগ

দেওয়ানহাট, ৮ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার দেওয়ানহাট আদর্শবাদী ক্লাবের উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির হয়। শিবিরে ২৫ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। ক্লাবের তরফে শুভঙ্কর বণিক, প্রাণদীপ সাহারা জানিয়েছেন, দুস্থ শিশুদের নানাবিধ শিক্ষাসামগ্রী প্রদান করে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। সন্ধ্যা থেকে এলাকার কচিকাঁচা ও বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়।

সেরা পুজো

মেখলিগঞ্জ, ৮ নভেম্বর ঃ মেখলিগঞ্জ ব্লকের সেরা কালীপুজোগুলিকে পুরস্কৃত করবে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি। এই ব্লকের চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে এবারও একাধিক বিগ বাজেটের কালীপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। তাই এখানকার প্রায় প্রতিটি উদ্যোক্তাই সেরার পুরস্কার পেতে আশাবাদী। মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিয়তি সরকার জানিয়েছেন, বিভিন্ন দিক বিচার করেই সেরাদের বেছে নেওয়া হবে।

গাছে আগুন

ফেশ্যাবাড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ বুধবার রাত ৮টা নাগাদ প্রেমেরডাঙ্গা দেওয়ান বর্মন উচ্চ বিদ্যালয়ের শতাব্দি প্রাচীন একটি গাছে আগুন লাগে। বিষয়টি প্রথমে স্থানীয়দের নজরে এলে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান তাঁরা। খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায়। ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দীপাবলির চকোলেট বোম, পটকা ফাটাতে গিয়ে অসাবধানতায় প্রাচীন গাছে মগডালের শুকনো ডালে লেগেছিল।

পদযাত্রা

ফুলবাড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ নমশূদ্র উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের ঘোষণার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের মৌরঙ্গা থেকে ফুলবাড়ি পর্যন্ত পদযাত্রার আয়োজন করে নমশূদ্র বিকাশ পরিষদ। এদিনের পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন নমশূদ্র বিকাশ পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সভাপতি মুকুলচন্দ্র বৈরাগ্য, যুগ্ম সম্পাদক যুগলকিশোর সরকার প্রমুখ।

বলরামপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

দুর্ঘটনাস্থল থেকে বোমা উদ্ধার

দেওয়ানহাট, ৮ নভেম্বর ঃ বুধবার রাতে বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তেরঙ্গি এলাকায় এক পথ দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়। মৃতদের নাম ইন্দ্রজিৎ বর্মন (১৭) ও রাজীব আলি (৩১)। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাস্থল থেকে একটি সকেট বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন ঘটনাস্থলে তদন্তে আসেন তুফানগঞ্জের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মহম্মদ ফারুক চৌধুরি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাত ১০টা নাগাদ পুজো দেখে দেওয়ানহাট-বলরামপুর রাজ্য সড়ক ধরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল ইন্দ্রজিৎ। তার বাড়ি বামনেরভিটা কলোনি এলাকায়। সেসময় উলটো দিক থেকে আসা একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার জেরে বাইক সহ দুই আরোহী রাজীব ও ইব্রাহিম মিয়াঁ (৩২) ছিটকে পড়েন। তাঁদের বাড়ি বলরামপুরের সরেয়ারপাড় এলাকায়। ঘটনাস্থলেই ইন্দ্রজিৎ ও রাজীবের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তুফানগঞ্জ থানা ও বলরামপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ দুটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হওয়া ইব্রাহিমকে চিকিৎসার জন্য তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে ওই দুর্ঘটনাস্থল থেকে একটি সকেট বোমা উদ্ধার হয়। এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা ধানের জমিতে বোমাটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ এসে বোমাটি উদ্ধার করে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে এদিন বোমা উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। দুটি ঘটনার মধ্যে কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সংযোগকারী রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু

চৌধুরিহাট, ৮ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার দিনহাটা-২ ব্লকের সীমান্তবর্তী দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোগকারী মূল রাস্তার সংস্কার কাজের সূচনা হল। এদিন চৌধুরিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কনট্রোলেরহাট থেকে শুকারুরকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় হাইস্কুল পর্যন্ত প্রায় ৩ কিমি ওই রাস্তার কাজের সূচনা করেন বিধায়ক উদয়ন গুহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বীরেন্দ্র বর্মন, সদস্য আহাম্মদ আলি মিয়াঁ, চৌধুরিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সঞ্জয় দাস প্রমুখ। এদিন বিধায়ক জানান, জেলাপরিষদের বরাদ্দ করা ৯০ লক্ষ টাকায় রাস্তাটি সংস্কারের কাজ হবে। স্থানীয় বাসিন্দা সুকুমার সরকার, নরেশ বর্মন-রা বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় এই রাস্তাটি বেহাল হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে বহু মানুষের সমস্যা হচ্ছিল। এবার সকলের ভোগান্তি কমবে।' এ প্রসঙ্গে শুকারুরকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিষ্ণুকুমার সরকার বলেন, 'এই রাস্তা দিয়ে শুকারুরকুঠি এলাকার বাসিন্দারা কনট্রোলেরহাট, নটকোবাড়ি হয়ে দিনহাটা শহরে যাতায়াত করেন। রাস্তাটির একাংশ খানাখন্দে ভরে যাওয়ায় যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছিল। রাস্তাটি সংস্কারের কাজ শেষ হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভোগান্তি কমবে বলে আশা।'

শয্যাশায়ী সান্ত্বনা রায়। ছবি ঃ শুভজিৎ বিশ্বাস

মেয়ের চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আর্জি

মেখলিগঞ্জ, ৮ নভেম্বর ঃ প্লিহার আকার বৃদ্ধি পাওয়ায় সমস্যায় রয়েছে মেখলিগঞ্জ ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী সান্ত্বনা রায় (১১)। সান্ত্বনার বাড়ি মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সরকারপাড়ায়। সান্ত্বনার বাবা গজেন রায় পেশায় দিনমজুর। মা ময়না রায় গৃহবধূ। সান্ত্বনা কয়েকমাস ধরেই পেটে ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিল। তাকে জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার পর জানা যায় যে তার পেটের ভেতর প্লিহার আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। যে কারণেই এই সমস্যা হচ্ছে। সান্ত্বনার পরিবারকে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন উন্নত চিকিৎসার জন্য সান্ত্বনাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে, কিন্তু অর্থের অভাবে দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে চিকিৎসা। সান্ত্বনার মা ময়না রায় জানান, বর্তমানে সান্ত্বনার চিকিৎসা চলছে কলকাতার এসএসকেএমে। চলতি মাসের মাঝামাঝি মেয়ের অস্ত্রোপচার করা হবে। মেয়েকে সুস্থ করে তুলতে এখন অর্থের প্রয়োজন। মেয়েকে সুস্থ করে তুলতে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি বা সংস্থা সান্ত্বনার চিকিৎসার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তবে তাঁর মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। সমাজসেবী গোপালপ্রসাদ সাহা, বিষ্ণুপদ ঘোষ, মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ি কাউন্সিলার দীপক ঘোষ, জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন বিভিন্ন সময় নানাভাবে সান্ত্বনার চিকিৎসার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে এখন প্রয়োজন আরও অর্থের। ইতিমধ্যেই ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশন নামের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে সান্ত্বনার চিকিৎসার জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। সংগঠনের সম্পাদক রাজা বৈদ্য, কুচলিবাড়ি কোঅর্ডিনেটর দেবজ্যোতি রায়লস্কর জানান, সান্ত্বনার চিকিৎসার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন করা হয়েছে। কেউ সাহায্য করলে খুবই উপকৃত হব। মেয়েটি সুস্থ জীবন ফিরে পাবে।

রক্তদান শিবির

বক্সিরহাট, ৮ নভেম্বর ঃ কালীপুজো উপলক্ষ্যে রামপুরের নবজাগরণ ক্লাবের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার একটি রক্তদান শিবির হয়। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও কোচবিহার ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় আয়োজিত ওই শিবিরের সূচনা করেন ক্লাব সভাপতি স্বপন সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার স্থানীয় কোঅর্ডিনেটর কার্তিক দাস, জয়ন্ত দে প্রমুখ। ওই শিবিরে ৪০ জন রক্তদান করেন বলে ক্লাবের সদস্যরা জানান। তাঁরা আরও জানান, এবার তাঁদের ৪০তম বর্ষের কালীপুজো ছিল। তাঁরা প্রতি বছর পুজো উপলক্ষ্যে সমাজসেবামূলক কর্মসূচি পালন করেন।

পত্রিকা প্রকাশ

ফুলবাড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়িতে বৃহস্পতিবার হৃদয়কলি সাহিত্য গোষ্ঠীর বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা হৃদয়কলি প্রকাশিত হয়। এদিন পত্রিকার তরফে প্রদান করা হয় হৃদয়কলি সম্মান-২০১৮। এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কোচবিহার জেলাপরিষদের সদস্য নীলিমা বর্মন। বার্ষিক পত্রিকার উন্মোচন করেন কবি সুবীর সরকার। অন্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি সন্তোষ সিংহ, রামসেবক গুপ্তা, প্রাক্তন শিক্ষক মহেশচন্দ্র বর্মন, মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সঞ্জয়কুমার সরকার প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন সাহিত্যানুরাগী দীনেশচন্দ্র বর্মন।

পুজোর অনুষ্ঠান

হলদিবাড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ কালীপুজো উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করল দেওয়ানগঞ্জ বিশ্বাসপাড়া নেতাজি সংঘ ক্লাব। জানা গিয়েছে, এ বছর ক্লাবের শ্যামাপুজোর ৫০তম বর্ষ। ক্লাবের পক্ষে পাপন চক্রবর্তী জানান, সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে ক্লাব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে এদিন মহিলাদের উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, মোমবাতি জ্বালানো, আরতি সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। শুক্রবার বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

গ্রেফতার ২০

ঘোকসাডাঙ্গা, ৮ নভেম্বর ঃ দীপাবলির রাতে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার অভিযোগে ২০ জনকে গ্রেফতার করল ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খবরের ভিত্তিতে ঘোকসাডাঙ্গা, গুমানিহাট, ফুলবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে তাস, জুয়া খেলার সরঞ্জাম সহ প্রায় ১২ হাজার টাকা বোর্ড মানি উদ্ধার হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতদের বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা আদালতে পাঠানো হয়।

সমাবর্তনের আগে গ্রন্থাগার ভবনের কাজ শেষের উদ্যোগ

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

পুণ্ডিবাড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত গ্রন্থাগার ভবনে বিদ্যুতের বিভিন্ন সামগ্রী লাগানোর কাজ জোরকদমে করছে পূর্ত দপ্তরের সোশ্যাল সেক্টর। নভেম্বরের ১৫ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান রয়েছে। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন। ওই অনুষ্ঠানের আগেই গ্রন্থাগার ভবনের নীচতলার সব কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'গ্রন্থাগার ভবনের নীচতলা সংশ্লিষ্ট দপ্তর আমাদের হস্তান্তর করেছে। উপরতলাটা এখনও হাতে পাইনি। ওই ভবনে গ্রন্থাগার চালুর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।'

কোচবিহার-২ ব্লকের পুণ্ডিবাড়িতে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ ভবনের কয়েকটি ঘরে বর্তমানে গ্রন্থাগার চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অত্যাধুনিক গ্রন্থাগার ভবন তৈরির জন্য প্রায় ৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। পূর্ত দপ্তরের সোশ্যাল সেক্টর ২০১৫ সালে গ্রন্থাগার ভবন তৈরির কাজ শুরু করে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবনের নির্মাণকাজ ২০১৭ সালে শেষ হয়। কিন্তু নতুন ভবনের বেশ কয়েক জায়গায় ফাটল দেখা যায়। এরফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নবনির্মিত গ্রন্থাগার ভবনটি পূর্ত দপ্তরের সোশ্যাল সেক্টরের কাছ থেকে নিতে রাজি হয়নি। এরপর সংশ্লিষ্ট দপ্তর ফাটল মেরামত করে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ভবনের নীচতলা হস্তান্তর করে। ভবনের ভিতরের বিদ্যুতের কাজ প্রায় শেষ হলেও উপরতলায় কাজ বাকি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নতুন গ্রন্থাগার ভবন চালু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা উপকৃত হবেন। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সভাপতি ভিক্টর সরকার বলেন, 'আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন গ্রন্থাগার ভবন দ্রুত চালু করুন। আমরা সেই অপেক্ষায় রয়েছি।'

গ্রন্থাগার ভবনে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ চলছে। ছবি ঃ প্রাণপ্রতিম পাল

উপহার কিনতে অনলাইনে ভরসা, মুখভার সাধারণ ব্যবসায়ীদের

সঞ্জয় সরকার

সাহেবগঞ্জ, ৮ নভেম্বর ঃ কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা, তারপরই বাঙালির সংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পার্বণ ভাইফোঁটা। আপামর বাঙালির হেঁশেলজুড়ে শুরু হয়ে যাবে ব্যস্ততা। ভাই-দাদাদের মঙ্গলকামনায় কোনো খামতি রাখতে রাজি নন বোনরা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলাচ্ছে বাংলার সংস্কৃতিও। ভাইফোঁটার আদবকায়দা ও রীতিনীতিতে বিশেষ কোনো বদল লক্ষ্য করা না গেলেও, পরিবর্তন ও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে ব্যবস্থাপনায়। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে দিনহাটা মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতেও।

দিনহাটা-২ ব্লকের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ঘটা করে পালিত হয় ভাইফোঁটা। ভাই-দাদাদের মঙ্গলকামনায় ফোঁটা দেন বাড়ির বোন ও দিদিরা। চিরাচরিত রীতি মেনে ভাইফোঁটার দিন ভোজন ও পরস্পরকে উপহার দেওয়ার প্রচলন রয়েছে এখানেও। রীতি না বদলালেও বদলেছে উপহার সামগ্রী ও খাওয়ার জিনিস কেনার ধরন। আগে স্থানীয় বাজার থেকে জামাকাপড়, শাড়ি, ঘড়ি ইত্যাদি কেনার প্রচলন থাকলেও বর্তমানে বদলেছে তা। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সামগ্রীতে মন ভরে না কারও। ফলে বর্তমান প্রজন্ম ঝুঁকছে অনলাইন শপিং ও শহরের শপিংমলের দিকে। মিষ্টির স্থান নিয়েছে একাধিক বিদেশি কোম্পানির চকোলেট। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যবসা। আধুনিকতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে রুজিরুটি চালানো নিয়ে আশঙ্কার মেঘ জমেছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মনে। ক্রেতাদের মধ্যে স্বপ্না দেবনাথ, সান্ত্বনা দেবনাথের কথায়, বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারলে ব্যবসা মার খাবেই। স্থানীয় দোকানগুলির সেকেলে ডিজাইন ও সামগ্রীতে মনে ভরে না কারও। সবাই এখন ব্র্যান্ডের পেছনে ছুটছে। তাই বাধ্য হয়ে শহরে যেতেই হয়।'

মৌমিতা সরকার নামে এক কলেজ ছাত্রীর বক্তব্য, 'খুব অল্প দামে অনেক আধুনিক ডিজাইন হাতের কাছে থাকতে বাজার থেকে চড়া দামে কিনব কেন? এছাড়া অনলাইন শপিং ও বাজারে দামের বৈষম্যটাও অনেক।'

প্রবীণ বাসিন্দাদের অনেকে বলছেন, বদলেছে অনেক কিছুই। আধুনিকতার ছোঁয়ায় উবে গিয়েছে আগের সেই অন্তরের ছোঁয়া ও ভালোবাসা। তবে এখন নতুন নতুন অনেক জিনিসপত্র পাওয়া যায়, যা ভাই-বোন সকলকেই খুশি করে। তবে একসঙ্গে গিয়ে বাজার করার মজাটা নেই।

এলাকার বস্ত্র, উপহার ও মিষ্টি বিক্রেতারা বলছেন, আগের মতো ব্যবসা নেই আর। বদলেছে রুচি। আমরাও উৎসবের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ মজুত করি। কিন্তু অনলাইন শপিং সাইটের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব হয় না। মোবাইল, ইনটারনেট, শপিংমল ও অনলাইন সংস্থাগুলি আমাদের রুটিরুজিতে থাবা বসাচ্ছে।